বন্দনা বাদ দিলে মূল সুরে পার্থক্য কী

আনু মুহাম্মদ

যে ব্যক্তি বলেন যে বাংলাদেশে কোনো বেকার নেই, বাংলাদেশ 'ফুল এমপ্লয়মেন্ট'-এর ওপর দিয়ে যাচ্ছে, তিনি ক'দিন পর আরেকবার বাংলাদেশের অর্থনীতির নীতি কর্মসূচি নিয়ে বাজেট উপস্থাপন করতে যাচ্ছেন। সেখানে অনেক কথা থাকবে, থাকবে দারিদ্র্য বিমোচন বা নিরসনের কথা, থাকবে উন্নয়নের কথা এবং কর্মসংস্থানের কথাও। ইনি সেই ব্যক্তি, যিনি বাংলাদেশের কয়েক কোটি মানুষ যে আকালের অভিজ্ঞতার মধ্যে দিয়ে প্রায় প্রতি বছর কাটান, যার আরেক নাম মঙ্গা, সে সম্পর্কে কিছু জানেন না। তিনি আরও জানেন না যে, চা ও পাটের মতো পচনশীল এবং নবায়নযোগ্য দ্রব্যের সঙ্গে তেল-গ্যাসের মতো অ-নবায়নযোগ্য দ্রব্যের পার্থক্য কী। তাই তিনি বলেছিলেন, 'যদি পাট-চা রপ্তানি করা যায় তাহলে তেল-গ্যাস রপ্তানি করা যাবে না কেন?' এসব অজ্ঞতায় অবশ্য তাঁর কোনো লজ্জা নেই। ক্ষমতার দর্প, উপরন্তু অধিক ক্ষমতাবানদের আশীর্বাদ তাকে সব লজ্জা থেকে মুক্ত রাখে। আর এগুলো কি অজ্ঞতা না অপরাধ করবার বা ঢাকবার যুক্তি খোঁজা সেটাও প্রশ্ন।

বাংলাদেশের দীর্ঘ সময়ের অর্থমন্ত্রী সাইফুর রহমান অধিক ক্ষমতাবানদের দেশীয় পক্ষ বৃহৎ ব্যবসায়ী, আমলা আর বিদেশী পক্ষ মার্কিন প্রশাসন, বিশ্বব্যাংক, আইএমএফের খুবই প্রিয়পাত্র এবং উপযুক্ত করণিকই বটে। মানুষকে বোকা বানানোতে তাঁর কায়দা খুবই কার্যকর। তিনি হাসিঠাট্টা করেন, আঞ্চলিক ভাষায় কথা বলে মনোরঞ্জন করেন, চোর-বাটপারদের স্নেহমাখা বকাবকি করেন কিংবা বিদেশী প্রভুদের হঠাৎ হঠাৎ বিরোধিতার কথা বলেন; তাঁর এসব ছল বেশ ভালো কাজে দেয়। কারণ এসবকিছু তাঁর কাজ সম্পর্কে একটা মোহ তৈরি করে, কাজে কোনো পরিবর্তন ছাড়াই। তিনি সেসব কাজই করেন, যেসব কাজ একজন হাতজোড় করা করণিক করতেন।

বাংলাদেশের অর্থমন্ত্রীদের কেউই এদিক থেকে ব্যতিক্রম নন। একমাত্র তাজউদ্দিন আহমদ বাদে বাকি অর্থমন্ত্রীদের কাজ মোটামুটি একই; ঠিকভাবে খেয়াল করলে দুটো: (১) বিশ্বব্যাংক ও আইএমএফের বৈশ্বিক এবং আঞ্চলিক কর্মকৌশল অনুযায়ী বাংলাদেশে প্রয়োজনীয় 'সংস্কার'কে দেশীয় চেহারা দান, যৌক্তিক আকারে উন্নয়নের মুখোশ পরিয়ে সেগুলোকে মানুষের সামনে উপস্থিত করা। আর (২) জনগণের কিংবা তাদের কাছ থেকে নানাভাবে সংগৃহীত সম্পদ দেশী-বিদেশী লুটেরা বৃহৎ ব্যবসায়ীদের কাছে পৌঁছে দেয়া।

নানা আওয়াজ আর পিআরএসপির ঢোলের আড়ালে সামনের বাজেটও এরকমই হবে। বস্তুত, সরকার নির্বিশেষে বাজেটের মর্মবস্তু একই। উপরের দুটো কাজের স্বাক্ষর তার সবগুলোতেই পাওয়া যাবে। শুধু দরকার হবে সবগুলো বাজেটকে একসঙ্গে করে সেগুলো থেকে বন্দনা পর্ব বাদ দিয়ে পাঠ করা। বন্দনা পর্ব মানে আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় থাকলে 'জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব...' এবং বিএনপি ক্ষমতায় থাকলে 'শহীদ জিয়া...'র প্রশস্তি ও তাদের উত্তরসূরির প্রতি ভক্তিপূর্ণ সালাম। এই পর্ব বাদ দিয়ে পাঠ করলে বোঝা যাবে না কোন বাজেট কোন আমলের। মনে হবে একই লোকের লেখা। এই নীতিগত ধারাবাহিকতাই বাংলাদেশের অর্থনৈতিক নীতির বৈশিষ্ট্য। আর এটি তৈরি হয়েছে অর্থ মন্ত্রণালয়ের দলনিরপেক্ষভাবে বিশ্বব্যাংক-আইএমএফ এডিবির বৈশ্বিক এবং আঞ্চলিক কর্মকৌশল বাস্তবায়নের একটি শাখা হিসেবে আত্মনিয়োগের ফলে। সে জন্য অর্থ মন্ত্রণালয় এক হিসেবে বৈশ্বিক সংস্থাসমূহের দলনিরপেক্ষ স্থানীয় অফিস।

অর্থনীতি ক্ষেত্রে এর কাজ ও দৃষ্টিভঙ্গির ঐক্য অর্থনীতিবিদ পর্যন্ত বিস্তৃত। সে জন্য বাংলাদেশে অর্থনীতিবিদদের বড় অংশ দুই ভাগে 'বিভক্ত'। তাঁদের এক ভাগ হলো: বিশ্বব্যাংক প্রভৃতি সংস্থা + আওয়ামী লীগ; আরেক ভাগ বিশ্বব্যাংক প্রভৃতি সংস্থা + বিএনপি। কাজেই এখানে ঐক্যের চাইতে পার্থক্য অনেক কম, 'কমন বেশি'। পরের অংশের পার্থক্য বন্দনাতেই যায়, কিছু যায় সুবিধাভোগীদের নাম অদলবদলে। মূল কাজ অভিন্ন থাকে। ধারাবাহিকতাও অক্ষুণ্ন থাকে।

সাইফুর রহমান মনে করেন, সরকারের পয়সা (যা আসলে জনগণের কাছ থেকেই নেয়া) তার পকেটেরই পয়সা। ঔদ্ধত্যপূর্ণ কথাবার্তা বলেন সেভাবেই। কাজও যে সেভাবে করেন সেটা অনেকে জানেন না। তার কিছু নমুনা পাওয়া যায় সিলেট শহরে গেলে এবং সিলেট শহর থেকে ঢাকার পথে আশপাশে তাকালে। বড় বড় ভবন সব সাইফুর রহমান কিংবা তাঁর আত্মীয়স্বজনের নামে। সিলেট শহরে অনেকে এখন এরকম আতঙ্কে আছেন যে, এভাবে চললে কবে না সিলেট শহরের নাম 'সাইফুরনগর' হয়ে যায়। জনগণের সম্পত্তি ব্যক্তিগতকরণের অনেক রাস্তা এখন চালু, এগুলো তার অন্যতম। টিলা-পাহাড় 'ইজারা' নেবার নামে একেবারে নামমাত্র দামে মালিক হয়ে যাওয়াও এরকম আরেকটি।

এবারের বাজেটে 'দারিদ্র্য নিরসনের' কথা আগের মতোই বহুবার উচ্চারিত হবে। এর একটা কারণ, তিন দশকে এই লক্ষ্যে অনেক কর্মসূচি নেবার পর সংজ্ঞা অনুযায়ী দরিদ্র মানুষ সংখ্যায় আরও বেড়েছে; সুতরাং 'দারিদ্র্য নিরসনের' প্রতিশ্রুতি দেয়া ও তার কর্মসূচি নেবার জন্য দারিদ্র্য যথেষ্ট মজুত আছে। তাছাড়া পিআরএসপিতে একটি শর্ত হলো, যাই করো না কেন তা অবশ্যই 'দারিদ্র্য নিরসনের' সঙ্গে যুক্ত করতে হবে। সুতরাং এখন দারিদ্র্য সৃষ্টির যাবতীয় কর্মসূচি পিআরএসপির অধীনে উপস্থিত করা হচ্ছে 'দারিদ্র্য নিরসনের' কর্মসূচি হিসেবে। রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিষ্ঠান বন্ধ বা বিলিয়ে দেয়া হচ্ছে 'দারিদ্র্য নিরসনের' জন্য; কাজ থেকে উচ্ছেদ করা হচ্ছে হাজার হাজার শ্রমিক 'দারিদ্র্য নিরসনের' জন্য; জীববৈচিত্র্য ধ্বংস, নদীনালা অচল করার মতো নানা প্রকল্প নেয়া হচ্ছে 'দারিদ্র্য নিরসনের' জন্য; প্রাকৃতিক সম্পদের ওপর থেকে জনগণের কর্তৃত্ব সরিয়ে নেয়া হচ্ছে, দেশী-বিদেশী লুণ্ঠনকারীদের দখলিস্বত্ব কায়েম করা হচ্ছে সেও 'দারিদ্র্য নিরসনের' জন্যই! ইত্যাদি ইত্যাদি।

সাইফুর রহমান বলেছেন, 'এবারে 'বিলাসী গাড়ির ওপর শুল্কহার বাড়ানো হবে'। হাততালি পাবেন হয়তো এ কথা বলে। কিন্তু ঢাকা শহরে যেখানে লক্ষাধিক মানুষ প্রায় রাস্তায় থাকেন, সেখানে এক-দেড় কোটি টাকা দামের গাড়ি চলার অশ্লীলতা, বর্বরতা এই অর্থমন্ত্রীর আমলেই শুরু হয়েছিল। তিনি এসব গাড়ির ওপর যে হারে শুল্ক কমিয়েছিলেন তাতে একেকটি গাড়ি থেকে শুল্ক কমে গিয়েছিল প্রায় ৪০-৪৫ লাখ টাকা। এই করে তিনি কালো টাকার মালিকদের টাকা বাঁচিয়েছেন এবং তা পূরণ করার জন্য নানা কায়দায় জনগণের ওপর কর বসিয়েছেন। এখন শুল্কহার বাড়াচ্ছেন কেন? বেচাকেনা শেষ বলে? যাদের ব্যবসা দিয়েছিলেন তাদের ব্যবসা শেষ?

এবারও শিক্ষা, স্বাস্থ্য খাতে বরাদ্দ বৃদ্ধির

কথা শোনা যাবে নিশ্চয়ই। বিদেশী ঋণযুক্ত নানা প্রকল্পের অর্থ দেখিয়ে এরকম বরাদ্দ মানুষ আগেও দেখেছেন। অনেক ভাগীদার এসব বরাদ্দ থেকে লাল হয়েছেন। কিন্তু এসবের পরিণতি মানুষ জেনেছে কমই। ১১ হাজার স্যাটেলাইট স্কুল, ১১ হাজার কমিউনিটি ক্লিনিক বন্ধ হয়ে গেলো। জনগণের অর্থের এই অপচয়ের দায়িত্ব কার?

৩০ বছরে ১২০০ কোটি টাকা লোকসানের দায়ে আদমজী পাটকল বন্ধ করা হয়েছে। এর ফলে প্রায় লাখখানেক মানুষ কাজ থেকে ছিটকে পড়েছে। আর যারা এই লোকসান সৃষ্টি করে বিত্তবান হয়েছেন তারা অক্ষত ভিআইপি। সরকার, অর্থমন্ত্রী, অন্তর্জাতিক সংস্থা সবাই সমস্বরে বলেছে, এতে জনগণের অর্থের বিরাট সাশ্রয় হলো। ৩০ বছরে ১২০০ কোটি টাকা লোকসানের দায়ে আদমজী পাটকল বন্ধ করা হলো। আর একদিনে যে মার্কিন তেল-গ্যাস কোম্পানি বাংলাদেশের ৬ হাজার কোটি টাকার গ্যাসসম্পদ ধ্বংস করলো তাদের বেলায় কী হবে? উল্টো সালাম? তাদের সালাম দিতে দিতে তো আর সেই টাকা পাওনা হিসেবে বলার কোনো শব্দও অর্থমন্ত্রীর বাগাড়ম্বরের মধ্যে ঠাঁই পায়নি। এ বছরেও পাবে না।

গার্মেন্টস খাতের জন্য এ বছরও ভর্তুকি থাকবে। থাকবে না এ খাতে নিযুক্ত শ্রমিকদের জীবনকে দাসজীবন থেকে বের করে আনার কোনো ব্যবস্থা। মালিকেরা 'বৈদেশিক মুদ্রা' আয় করার কৃতিত্বে নানা সুবিধা পাবে আর শ্রমিকদের কাজ হবে পাওনা হাজার হাজার কোটি টাকা বকেয়া রেখে দিন-রাত কাজ করা এবং কখনও পুলিশের গুলিতে, কখনও মাস্তানদের নির্যাতনে, কখনও আগুনে পুড়ে, কখনও ভবনের নিচে চাপা পড়ে মালিকদের বকেয়া শোধের বাড়তি ঝামেলা থেকে মুক্ত করা।

কয়েক দিন পর এসব উন্নয়ন আর দারিদ্র্য নিরসনের গল্পই আমরা আবার শুনবো, শুনতে হবে।

সাধারণ মানুষের বাজেট ভাবনা

'বাজেট যেন টানাটানির সংসারে আরো সমস্যা সৃষ্টি না করে'

নুরুন্নাহার খান লীনা, গৃহিণী

নিত্য ব্যবহার্য পণ্যের দাম এমনিতেই চড়া। দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি পাওয়ায় সবচেয়ে দুরবস্থার মধ্যে আছে মধ্যবিত্তের গৃহিণীরা। এখন আবার নতুন পে-স্কেল ঘোষণা করা হয়েছে যা সকল নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্যের দাম বাড়িয়ে দিয়েছে। বাজেটকে ঘিরে আরেক দফা দাম বাড়বে যা আমরা চাই না। আমি চাই বাজেটে নারীর সামাজিক নিরাপত্তার নিশ্চয়তা দেয়া হোক। সবচেয়ে বড় কথা, বাজেট যেন মধ্যবিত্তের টানাটানির সংসারে আরো সমস্যা সৃষ্টি না করে।

'অধিকাংশ ক্ষেত্রে বাজেট সঠিক হয় না'

প্রফেসর ডা. জালাল উদ্দিন আহমেদ, অধ্যক্ষ, রেডিয়েন্ট কলেজ অফ মেডিকেল টেকনোলজি

কারণ, অধিকাংশ ক্ষেত্রে সঠিক বাজেট প্রণয়ন হয় না। বাজার চাহিদার সঙ্গে পর্যাপ্ত যোগান থাকলে এবং নতুন করারোপ না করলে জিনিস পত্রের দাম বাড়বে না। আমি মনে করি, উচ্চবিত্তের ব্যবহারের জন্য বাইরে থেকে যেসব পণ্য আমদানি করা হয় সেগুলো নিরুৎসাহিত করে সাধারণ মানুষের ভোগ্য পণ্য এবং কাঁচামালের ওপর থেকে শুল্ক কমিয়ে দেয়া উচিত।

'বাজেট নির্বাচনমুখী হলে খারাপ হবে'

মিয়া আবুল হোসেন, এডিশনাল ডিআইজি অব পুলিশ (অবঃ)

আগামী বাজেট জনমুখী না হয়ে নির্বাচনমুখী হলে খারাপ হবে। দারিদ্র্য বিমোচন কৌশলপত্রের আলোকে বাজেট করা উচিত যেন দারিদ্র্য বিমোচন, কৃষি ভর্তুকি, কর্মসংস্থান গুরুত্ব পায়। উত্তরবঙ্গের মঙ্গা এলাকার জন্য একশ দিনের কর্মসংস্থানের বিকল্প ব্যবস্থা থাকা উচিত। দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণের জন্য 'প্রাইস রেগুলেটর বডি' গঠন করতে হবে।

'ধনীরা আরো ধনী হচ্ছে'

মোঃ আবুল ফাত্তাহ, সরকারি চাকরিজীবী

প্রত্যেকবার যেভাবে বাজেট প্রণয়ন করা হচ্ছে তাতে ধনীরা আরো ধনী হচ্ছে। দেশের ৮০% মানুষ দারিদ্র্যসীমার নিচে বসবাস করে। তাদের জন্য 'খাদ্য নিরাপত্তা ব্যবস্থা' গড়ে তুলতে হবে। সরকারি কর্মচারি যাদের বেতন ১৫ হাজার টাকার নিচে তাদের ট্যাক্স নেয়া উচিত নয়। বাজেটে কালো টাকার মালিকরা যাতে টাকা সাদা করতে না পারে তার ব্যবস্থা থাকতে হবে।

'নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের দাম কমে যাক'

মিস রেবেকা, স্কুলশিক্ষিকা, লরেটো স্কুল

প্রতি বছর সংসারের জন্য যে বাজেট করা হয়, তা সরকারি বাজেটে একেবারে ফেল করে। ফলে প্রয়োজনীয় জিনিসে কাটছাঁট করে অতিপ্রয়োজনীয় জিনিসে বাজেট ধরে রাখতে হয়। বাজেটে বিত্তবান ও উচ্চবিত্তদের ব্যবহার্য জিনিসের দাম কমানো হয়। যেমন- এসির দাম কমে যায়। অন্যদিকে বেড়ে যায় চাল, ডালের দাম। বেতন বেড়েছে সরকারি চাকরিজীবীদের। আমাদের বেতন বাড়েনি। কিন্তু জিনিসের দাম বাজেটে একবার বাড়বে, তারপরও সময় আছেই। পরবর্তী বাজেটে আমাদের আশা নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের দাম কমে যাক।

'গরীবের ভাগ্যোন্নয়নের জন্য বাজেট হোক'

মোঃ মনোয়ার হোসেন খান, সেলস ম্যানেজার, ইনসেপ্টা ফার্মাসিউটিক্যাল্‌স লিঃ

বছর বছর অর্থ বরাদ্দ বাড়িয়ে উন্নয়ন হবে না। উন্নয়নের পূর্বশর্ত সুশাসন। সুশাসন প্রতিষ্ঠা করতে হলে সাধারণ জনগণের ইচ্ছার প্রতিফলন ঘটাতে হবে। সাধারণ মানুষের অংশগ্রহণ বাড়াতে হবে। বাজেট যাতে দেশের মুষ্টিমেয় ধনিক শ্রেণীর ভাগ্যের পরিবর্তন করে আরো ধনী না করে তোলে তার ব্যবস্থা থাকতে হবে।দেশের ৮০ শতাংশ যে মানুষ দারিদ্র্যসীমার নিচে বসবাস করে তাদের ভাগ্যোন্নয়নের জন্য বাজেট প্রণয়ন করা হোক এটাই আমাদের প্রত্যাশা।

'বাজেট যে কি তাই বুঝি না'

শাহীন, রিকশাওয়ালা

আমাদের কথা কেউ শোনে না। রিকশার প্যাডেল না মারলে পেটে ভাত জোটে না। বাজেট যে কি তাই বুঝি না। বাজেট দিয়ে যদি কোনো উপকার হয় তা লিখবেন, আমাদের যেন ঢাকা শহরে রিকশা চালানোর সুযোগ করে দেয়। তয় চাল ডাল তেলের দাম বাড়লে খুব অসুবিধা হয়। সরকার যেন গাড়ির দাম বাড়ায়ে দেয় তাহলে আমাগো রিকশা ভালো চলবো।

সাক্ষাৎকার গ্রহণ: **খন্দকার তাজউদ্দিন ও পারভীন তানী**